

‘যখন বোকা ছিলাম তখন বিয়ে করেছিলাম... আমার ধারণা বিয়ের মাধ্যমে পতিতাবৃত্তি বৈধতা পায়’ তসলিমা নাসরিনের কোলকাতার জীবন



মুক্তি চৌধুরী, কোলকাতা থেকে

এ বছরের জানুয়ারি মাসে তিনি যখন কোলকাতায় এসেছিলেন তখন রাজ্যজুড়েই একটা হৈ চৈ পড়েছিল। মিডিয়ার লোকজনও একটি সাক্ষাৎকারের জন্য ছুটে গিয়েছিল তার কাছে। তিনি তার পছন্দের সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন এর একটা কারণও ছিল, তার লেখা ‘ক’ নিয়ে ঝড় চলছিল বাংলাদেশে। আর ‘দ্বিখন্ডিত’ নিয়ে ঝড় চলছিল কোলকাতায়। ‘দ্বিখন্ডিত’ অবশ্য ‘ক’-এরই কোলকাতার সংস্করণ। বাড়তি রয়েছে ইসলাম ধর্মকে নিয়ে একটা ‘চ্যাপ্টার’। দ্বিখন্ডিত বের হয়েছিল কোলকাতায় তার আসার আগেই। তিনি ২৫ আগস্ট কোলকাতায় আসেন ৬ মাসের ভিসা নিয়ে। গত জানুয়ারিতে এসে কোলকাতায় ছিলেন প্রায় পৌনে দু’মাস। কিন্তু এবারের চিত্র আর সেই জানুয়ারি মাসের চিত্র এক নয়। সবই যেন ওলট-পালট হয়ে গেছে। এবারে নেই সেই মিডিয়ার হুড়োহুড়ি, একটা সাক্ষাৎকারের জন্য আকুতি-মিনতি।

অনেকটা চুপ হয়ে গেছে কোলকাতায় ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া আর প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকরা।

বিতর্কিত তসলিমা নাসরিন বাংলাদেশের লেখিকা। এখন বিতাড়িত বাংলাদেশ থেকে। থাকছেন সুইডেনে। সেখানকার নাগরিকও হয়েছেন। উঠেছেন দক্ষিণ কোলকাতার পূর্ণ দাস বাউল রোডের ফ্ল্যাটে। ভাড়া মাসিক ৩০ হাজার টাকা। গত জানুয়ারিতে তিনি উঠেছিলেন হোটেল তাজ বেঙ্গলে। কাগজের পাতাজুড়ে এবার তসলিমাকে নিয়ে খবর নেই। কালেভদ্রে দেখা যাচ্ছে পছন্দের দু-একটি কাগজে তার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদানের খবর। কোলকাতার সাংবাদিকরাও এখন আর তেমন মাতামাতি করছেন না তাকে নিয়ে।

তসলিমাকে নিয়ে কোনো ঝড় ওঠেনি। মৌলবাদীরাও সোচ্চার হয়নি। বলেছেন, তিনি কোলকাতায় এসেছেন অবসরের জন্য। লিখবেন তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের ৫ম খন্ড। চতুর্থ খন্ড ছিল ‘সেইসব দিনরাত্রি’। এটিও নিষিদ্ধ হয়েছিল বাংলাদেশে। পশ্চিমবঙ্গে অবশ্য নয়।

তসলিমা নাসরিনের আত্মজীবনীর পঞ্চম খন্ড নিয়ে এবার পশ্চিমবঙ্গের লেখক বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। কারণ তসলিমা নাসরিনের সঙ্গে এক সময় অন্তরঙ্গ মেলামেশা ছিল প্রায় সবারই। বাংলাদেশের লেখক বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে মেলামেশার গোপন সম্পর্ক ফাঁস করে দেয়ার কারণে কোলকাতার বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশ তসলিমা নাসরিন থেকে দূরে থাকতে চাইছিলেন। তার আত্মজীবনীর চতুর্থ



খন্ড পর্যন্ত কোলকাতার দু'একজন ছাড়া অন্য কোনো লেখক বুদ্ধিজীবীর নাম না আসায় তারা মুক্ত হয়েছিলেন সমূহ লজ্জার হাত থেকে। কিন্তু পঞ্চম খন্ড লেখার ঘোষণায় নতুন করে তারা আবার চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। যারা তসলিমার সঙ্গে সম্পর্ক শীতল করে ফেলেছিলেন তারা এখন আছেন সবচেয়ে ভয়ে। অনেকে বলেছেন আত্মজীবনী পঞ্চম খন্ড লেখার ঘোষণা তাদের জন্যে অনেকটা হুমকি। যারা দূরে সরে গিয়েছিলেন তাদের অনেকেই আবার কাছে আসতে চাইছেন। কোলকাতার মিডিয়া যাতে তসলিমাকে নিয়ে আগের মতোই হইচই করে, সেই দায়িত্বও তাদের অনেকে নেয়ার চেষ্টা করছেন। উদ্দেশ্য একটাই, পঞ্চম খন্ডে যেন নাম যা আসে।

বাংলাদেশের লেখক বুদ্ধিজীবীদের দুরবস্থা দেখে কোলকাতার লেখকরা সত্যি সত্যি এখন আতঙ্কিত।

কোলকাতায় এসে তসলিমা বেশ নীরবে অবস্থান করছেন। তসলিমার নীরবতা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন- তবে কি ভিসা পাওয়ার আগে তাকে কোনো শর্ত দেওয়া হয়েছিল, যাতে তিনি কোলকাতায় এসে জনসংযোগ করতে না পারেন? সন্দেহটা জেগে ওঠার কারণও আছে। তসলিমা কোলকাতায় আসার সময় মণিপুরে মনোরমা ধর্ষণ ও হত্যা মামলায় যখন দেশজুড়ে আন্দোলন হচ্ছে নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে, তখন সিপিআই (এমএল) আহূত এক সংহতি সভায় যোগ দিয়েছিলেন তিনি। উদ্যোক্তরা তসলিমাকে দিয়ে ছবি তুলতে চাইলেও তিনি বাদ সাধেন। বলেন, আমি কোনো কথা বলতে চাই না, আমি এসেছি আপনাদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করতে। তিনি আরো বলেছেন, এসব বিক্ষোভ সমাবেশে যোগ দিলে আমার ভিসা নিয়ে সমস্যা হতে পারে। এ কথা কোলকাতার কাগজে ছাপা হওয়ার পর অনেকেই বুঝে নিয়েছেন তসলিমা এবার আর তেমন জনসংযোগে যাবেন না। লেখালেখি নিয়েই থাকবেন। বলেছেন, ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত তিনি কোলকাতায় থাকবেন। মাঝে অক্টোবর মাসে একটি সেমিনারে যোগ দিতে ফ্রান্সে যাবেন। তারপর আবার ফিরতে পারেন কোলকাতায়।

তিনি কোলকাতায় পছন্দের সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, তার প্রিয় শহর কোলকাতা। এখানেই তিনি ফিরে পান বাঙালি জীবনের

চিন্তা ভাবনায় অনেক আন্তর্জাতিক হয়েছি। আগে যখন লিখতে শুরু করিনি, তখন শুধু ভাবতাম মেয়েদের ওপর জুলুম নিয়ে। পরে নারী স্বাধীনতা নিয়ে লিখতে শুরু করলাম। এখন নারী স্বাধীনতা নারী মুক্তি সঙ্গে সঙ্গে মানবাধিকারের কথাও ভাবছি



স্বাদ, বাংলায় কথা বলার সুযোগ। এই অনাবিল শান্তি তো আর ইউরোপে নেই। তাই তিনি কোলকাতায় থাকতে চান। চান একখন্ড জমিও। কিন্তু তিনি যে এই মুহূর্তে পাবেন না, তাও জানেন। তিনি বলেছেন, আমি চাই ভারত সরকার আমাকে অন্তত ১০ বছর থাকার একটা 'রেসিডেন্সিয়াল পারমিট' দিক। তসলিমা জানেন, এটা পাওয়াও তার পক্ষে কঠিন ব্যাপারই। তবু তিনি কোলকাতায় থাকার, বসবাসের থেকে পিছপা হচ্ছেন না। বলছেন, 'সেই সাগরপাড়ের শহর থেকে ভারতবর্ষে আসতে ট্যুরিস্ট ভিসার জন্য আমাকে তিন মাস ঘুরতে হয়েছে। অথচ এ ভিসা একদিনেই পাওয়ার কথা।' তিনি বলেন, এই ভিসার জন্য আমি সুইডেন থেকে চিঠি লিখেছিলাম কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী আর পশ্চিমবঙ্গের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসুকে। জানি না সেই চিঠির জন্যই আমাকে সুইডেনস্থ ভারতীয় দূতাবাস ভিসা দিয়েছে কি না? কেননা, এর আগে অবশ্য আমি জুন মাসে নিউইয়র্ক থেকে ভিসার জন্য আবেদন করি। দূতাবাস আমার আবেদন দিল্লিতে পাঠিয়ে দেয়। কী হলো সেই আবেদনের জানি না। তবে সুইডেন থেকে ভিসা পেলাম।' বললেন, 'ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহ আমাকে ইউরোপের যেকোনো দেশে থাকার অনুমতি দিলেও আমি চাইছি কোলকাতায় থাকতে।'

তসলিমা বলেছেন, 'গত জানুয়ারিতে এসেও আমি দেখা করতে চেয়েছিলাম

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। তাঁর কথায় 'দ্বিখন্ডিত' নিষিদ্ধ হওয়ার পর আমি দু'বার মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম। আমি তো মানুষ বুদ্ধদেবকে শ্রদ্ধা করি। সেই জানুয়ারি মাসে কিছু লোক মুখ্যমন্ত্রীকে ভুল বোঝানোয় তিনি আমার বই নিষিদ্ধ করেছেন।' তিনি অনেকটা ক্ষোভের সঙ্গেই বলেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গে যদি সত্যিকার সেকুলারিজম থাকতো, তাহলে মৌলবাদীদের তুষ্টি করতে সৃষ্টিকে এমন করে নিষিদ্ধ করা হতো না। ভোট ব্যাংকের কথা মাথায় রেখে কমিউনিস্টদের মতো সেকুলার দলের মধ্যে এ কাজ উচিত নয়। কারণ সব ধর্মের মৌলবাদীরাই ভয়ঙ্কর।'

তসলিমা বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, 'আওয়ামী লীগ ও বিএনপি দুটো দলই ভোট বাড়ানোর জন্য ধর্মকে ব্যবহার করে এসেছে।'

তসলিমা এ কথাও বলেছেন, 'হয়তো বাংলাদেশে আর ফিরতে পারব না। তাই কোলকাতাকেই আপন করে নিতে চাই।'

বাংলাদেশে আবার ফিরতে পারবেন কী না -এই প্রশ্নের উত্তরে তসলিমা নাসরিন বলেন, 'জানি না। যে দলই ক্ষমতায় আসে, দেখাতে চায়, তারা তসলিমা বিরোধী। সব দলই তো একটা সময় ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে। আমি ধর্ম বিরোধী। ওরা আমাকে সহ্য করবে কেন? স্বার্থে ঘা পড়ে যায়। মানে ভোট ব্যাঙ্কে। আমাকে দেশে ফেরার সুযোগ দিলে যে ভোট পাওয়া হবে না। বাংলাদেশে মৌলবাদীরা ভীষণ অ্যাকটিভ। ওদের ক্ষমতা

খুব বেশি। রাজনৈতিক দলগুলোই ওদের মাথায় তুলেছে। দেখবেন, এক দিন বুমেরাং হয়ে সেটা ফিরে আসবে। ওরাই মাথায় চড়ে বসবে।’

বিদেশে আপনি যে সব দেশে থাকছেন সেসব দেশেও তো অনেক বাঙালি আছে। তাদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ হয় না?

‘আমি তো বাঙালিদের কোনো অনুষ্ঠানে যাই না। প্রবাসেও মৌলবাদীরা আছে। আগে যে সব পাবলিক মিটিংয়ে যেতাম, সব জায়গায় পুলিশ থাকত। নুন আনতে বা আইসক্রিম কেনার জন্যও যখন বাড়ির বাইরে বেরুতাম পুলিশ তখন সঙ্গ নিত। এখন সব জায়গায় পুলিশ থাক, চাই না। তবুও ফ্রান্সে গেলে সব সময়ই ছায়ার মতো পুলিশ আমার সঙ্গে থাকে। আগের বার কোলকাতায় এসে হোটেলে উঠেছিলাম। এবার আসার সময়ই ঠিক করে রেখেছিলাম হোটেলে উঠব না।’

কোথাও বাড়ি ভাড়া করে থাকব। দিল্লি থেকে জানতে চেয়েছিল, সিকিওরিটি চাই কি না? আমি বলেছিলাম, না। কেন না আমি জানি, কোলকাতায় আমি সেফ অ্যান্ড সিকিওরড। কোলকাতার এয়ারপোর্টে নেমে দেখলাম, কোনো সিকিওরিটি নেই। দেখে তখন আমার মনে কী আনন্দ! নিজের ইচ্ছেয় ঘোরাঘুরি করতে পারব। তার পর এই ফ্ল্যাটে

আসার পর দেখি, সিকিওরিটির লোক বসে আছে। কী বিরজিকর, ভাবা যায় না। তারপরও আমি কোলকাতাতে থাকতে চাই।’

কোলকাতায় স্থায়ীভাবে থাকতে চাইলে একটা বাড়ি বা ফ্ল্যাট কেনার কথা ভাবছেন না কেন, তাহলে তো সমস্যা থাকে না?

‘চেষ্টা তো করছি। একটা ফ্ল্যাট কেনার খুব ইচ্ছে। তবে মুসলিম অধ্যুষিত কোনোও অঞ্চলে নয়। এই যে ফ্ল্যাটটায় এসে উঠেছি, মাসে ত্রিশ হাজার টাকা ভাড়া। পঁয়তাল্লিশ হাজার চেয়েছিল। আমার জন্য কমিয়ে ত্রিশ করেছে।’

বিদেশে আপনি মূলত কী করছেন। শুনেছি হার্ভার্ডে...

গবেষণা করছি। সেকুলারিজম নিয়ে। ওখানে কেনেডি স্কুল অব গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিকস- এ আছি। আমার আত্মজীবনীর একটা অংশে সেকুলারিজম নিয়ে অনেক কিছু লিখেছি। আমার গবেষণাপত্রে সে সব সাজিয়ে গুছিয়ে দিতে হবে। সেটা ছাত্রদের ওঁরা পড়াবেন।’

গতবার কোলকাতা থেকে ফিরে যাবার পর কী কিছু লিখতে শুরু করেছেন?

‘খুব বেশি কিছু লিখিনি। গবেষণার কাজেই ব্যস্ত ছিলাম। হ্যাঁ, এর মাঝে একটা কবিতার বই লিখেছি। নাম দিয়েছি ‘কিছুক্ষণ

থাক’। আনন্দ পাবলিশার্স থেকে বের হচ্ছে। এবার আত্মজীবনীর পাঁচ নম্বর পর্বটা লেখার জন্য তৈরি হচ্ছি।’

আপনার মধ্যে কি কোনো পরিবর্তন এসেছে বলে মনে করেন?

‘সেটা বলতে পারব না। তবে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা অনেক বেড়েছে ঠিক। আগে বাংলাদেশ বা এই উপমহাদেশ নিয়ে ভাবতাম। এখন সারা বিশ্বকে নিয়ে ভাবি। বলতে পারেন, চিন্তা ভাবনায় অনেক আন্তর্জাতিক হয়েছে। আগে যখন লিখতে শুরু করিনি, তখন শুধু ভাবতাম মেয়েদের ওপর জুলুম নিয়ে। পরে নারী স্বাধীনতা নিয়ে লিখতে শুরু করলাম। এখন নারী স্বাধীনতা নারী মুক্তি সঙ্গে সঙ্গে মানবাধিকারের কথাও ভাবছি। এই তো দেখুন না, আমেরিকার নির্বাচন আসছে। যে জন কেরি একটা সময় সিনেটে যুদ্ধবিরোধী বক্তৃতা দিয়ে প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন, তিনিই এখন ক্যান্ডিডেট হওয়ার পর বলে বেড়াচ্ছেন, নির্বাচনে জিতলে মিলিটারি খাতে দ্বিগুণ খরচ করবেন। সবই ভোটযুদ্ধে জেতার জন্য। ইরাকে এত লোক মারা গেল, তবুও আমেরিকানরা বুশকে অপছন্দ করছেন না। আসলে ও দেশে ছোট থেকেই বাচ্চাদের শেখানো হয়, তোরা গ্রেটস্ট। সেটাই ওদের মাথায় ঢুকে যায়।’



তসলিমা নাসরিনের
আত্মজীবনীর পঞ্চম খন্ড
নিয়ে এবার পশ্চিমবঙ্গের
লেখক বুদ্ধিজীবীদের কেউ
কেউ চিন্তিত হয়ে
পড়েছেন। কারণ তসলিমা
নাসরিনের সঙ্গে এক সময়
অন্তরঙ্গ মেলামেশা ছিল
প্রায় সবারই। বাংলাদেশের
লেখক বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে
মেলামেশার গোপন
সম্পর্ক ফাঁস করে দেয়ার
কারণে কোলকাতার

কমার্শিয়াল একটা গল্প
চাইলেন। শুনলাম, ঋতুপর্ণ
সেনগুপ্তও আছেন। ফোনে
বললেন, তারা নারীবাদী গল্প
চান। নারীর স্বাধীনতা বা
নারীর অধিকার বলতে তারা
কী বোঝাচ্ছেন, আমি জানি
না। আমাদের এই রিজিয়নে
নারী স্বাধীনতা বা নারীর
অধিকার সম্পর্কে ধারণা খুব
কম। তবুও, আমি আমার
'শোধে' গল্পটার কথা বলেছি।
আমার 'ফরাসি প্রেমিক'
উপন্যাসটাও বিক্রি হয়ে
গেছে। ওটা নিয়েও সিনেমা
হচ্ছে।'

অনেকদিন তো বিদেশে
ঘুরছেন। বলা যায় একা
একা। আবার কী বিয়ের কথা
ভাবছেন?

'একেবারে বোকার মতো
প্রশ্ন। কথাটা আপনি
এমনভাবে বলছেন যেন, মাস
হয় আটেক আগে একবার
বিয়ে করেছিলাম। সেই বিয়ে
ভেঙে গেছে। আবার বিয়ে

করব কি না। এই আবার কথাটাই কানে
লাগল। আরে... যখন বোকা ছিলাম তখন
বিয়ে করেছিলাম। এই সে দিন 'দেশ'
পত্রিকায় একটা গল্প পড়লাম। খুব ভালো
লাগল। বিয়ে জিনিসটা কী, সেটাও ওই গল্পে
একেবারে পরিষ্কার। আমার ধারণা বিয়ের
মাধ্যমে পতিতাবৃত্তি বৈধতা পায়।'

তসলিমা এখন দক্ষিণ কোলকাতার সেই
ফ্ল্যাট বাড়িতে একাকী রয়েছেন।
যোগাযোগ রয়েছে তার একান্ত বন্ধুবান্ধবদের
সঙ্গে। মোবাইল নম্বর দিয়েছেনও তাদের।
অন্যরা কেউ দেখা করতে চাইলে ফিরিয়ে
দেন তসলিমা। সাক্ষাৎকার দেন কেবলমাত্র
তার কাছের লোকজনদের। যেসব কাগজ
তার বিরুদ্ধে লিখেছে তাদের ছায়া মাদান না
তিনি। শুধু কি তাই, গত জানুয়ারি মাসে
কোলকাতায় এসেছিলেন যখন, তখন ঢাকার
একটি পত্রিকার জন্য তসলিমার সাক্ষাৎকার
নিতে এসেছিলেন এক সাংবাদিক। সঙ্গে ছিল
তার এক বন্ধু। তিনি ঢাকার একটি দৈনিক
পত্রিকার কোলকাতা প্রতিনিধি। এই
কোলকাতার প্রতিনিধিকে দেখে তেলে
বেগুনে জ্বলে উঠেছিলেন তসলিমা। তার
সামনেই বলেছিলেন, তিনি থাকলে ঢাকা
থেকে আগত সাংবাদিককে তিনি সাক্ষাৎকার
দেবেন না। অগত্যা কোলকাতার এই
সাংবাদিক হোটেল তাজ বেঙ্গল থেকে

বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশ তসলিমা নাসরিন থেকে দূরে
থাকতে চাইছিলেন। তার আত্মজীবনীর চতুর্থ খন্ড পর্যন্ত
কোলকাতার দু'একজন ছাড়া অন্য কোনো লেখক বুদ্ধিজীবীর নাম
না আসায় তারা মুক্ত হয়েছিলেন সমূহ লজ্জার হাত থেকে

পৃথিবীর অন্য কোথাও মানবাধিকার
লঙ্ঘন হলে আমেরিকানদের মনে কোনো
রেখাপাত করে না। কিন্তু কোথাও কোনও
আমেরিকান মারা গেলে হইচই পড়ে যায়।
মাইকেল মুরের 'ফারেনহাইট নাইন বাই
ইলেভন' দেখেছেন? ডকুমেন্টারির মূল সুর
যুদ্ধবিরোধী। কিন্তু এমন আমার ভালো
লাগেনি। অন্যরা যারা মারা গেছে, তাদের
জন্য মুর সামান্য সহানুভূতিও দেখাননি। ওই
যে বললাম, সব সময় ওরা নিজেদেরই
থ্রেটস্ট ভাবেন। মুরের সঙ্গে আমার পরিচয়
আছে। তিনি খুব বুদ্ধিমান।'

গবেষণার বাইরে সময় কাটছে কীভাবে?
আর কী করছেন?

'একটা সিনে ক্লাব করার কথা ভাবছি।
ক্লাবের নাম দিচ্ছি 'ভালো ছবি'। কিছু বন্ধুকে
সঙ্গে নেবো। এ বার সঙ্গে কিছু ডিভিডি
এনেছি। প্রায় একশোর মতো। নানা দেশের
ছবি। সাংঘাতিক সব ভালো ছবি। এই সব
ছবি দেখার সুযোগ চট করে পাওয়া যায় না।
অনেক ছবি পুরস্কারও পেয়েছে। আমার প্রিয়
পরিচালক হলেন কেন লসে। তাঁর ছবিও
আছে। ক্লাবে পাঁচশোর মতো ছবি রাখব।
অক্টোবরে আবার ইউরোপে যাচ্ছি। তখন
প্রচুর ডিভিডি নিয়ে আসব।'

ছবি নিয়ে আগ্রহটা মনে হচ্ছে হঠাৎ
করে। এর কারণ কী?

'হঠাৎ করে নয়।

অনেক দিন থেকে। বিদেশে থাকার সময়
আমি প্রচুর ভালো ছবি দেখার সুযোগ
পেয়েছি। এখন সব থেকে ভালো ফিল্ম তৈরি
হচ্ছে ডেনমার্ক। ছবি নিয়ে নতুন
আন্দোলনই হচ্ছে। ওরা বলছেন, ডগমা
ফিল্মস। হাতে ছোট ক্যামেরা নিয়ে
পরিচালকরা চলতে ফিরতেই ছবির গুটিং
করে যাচ্ছেন। যেন পরিচালক লার্স
ভনট্রিয়ের-এর ছবি আমার খুব ভালো লাগে।
আমার নিজেরও ছবি করার প্রচণ্ড ইচ্ছে।
ভাবছি, নিজেই পরিচালনা নামব। নিজেই
চিত্রনাট্য লিখব। এখানে এসে অনেক সময়
শুনি, এই ছবি সাংঘাতিক, সেই ছবি
সাংঘাতিক। এখানে যেসব ছবি ভালো বলা
হয়, সেগুলো দেখতে গিয়ে আমি দু'মিনিটের
বেশি বসে থাকতে পারি না। যদি ভালো
থ্রোডিউসার পাই তা হলে এখানেই নেমে
পড়ব। অবশ্য ভালো ক্যামেরাম্যান, এডিট
করার জন্য ভালো লোকও আমার দরকার।'

যারা বিনিয়োগ করবে এমন কারো সঙ্গে
কী কথা হয়েছে?

'না, এখনও করা হয়নি। আগে সিনে
ক্লাবটাকে দাঁড় করাই। অংশ শুরুর সঙ্গে
আলাপ আছে। তার সাহায্য চাইব। গোর্কি
সদনেও যাতে ছবি দেখানো যায়, তার জন্য
কথা বলব গৌতম ঘোষের সঙ্গে। এখানে
আসার পর একটা সংস্থা আমার সঙ্গে
যোগাযোগ করেছিলেন। তারা আমার কাছে

বেরিয়ে এসে বাইরে অপেক্ষা করছেন। এই ঘটনার পর ঐ সাংবাদিক তখন আমাকে বলেছিলেন, দারুণ ‘ভিনডেকটিভ’ তসলিমা। যেসব কাগজ তার বিরুদ্ধে লেখে, এসব কাগজের সঙ্গে তিনি কথা বলেন না। আর তারই কারণে, কোলকাতায় কর্মরত ঢাকার বেশ ক’টি দৈনিকের সাংবাদিকরা তার সাক্ষাৎকার চাইলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

মানসিক দিক থেকে দারুণ শক্তিশালী থাকলেও দেশে ফেরার যন্ত্রণা এখনও তাকে তাড়িয়ে বেড়ায় নিয়মিত। এবার এসে তসলিমা চাইছিলেন না কোনো নিরাপত্তা কর্মী থাকুক তার নিরাপত্তার জন্য। কিন্তু, সরকার তাতে কান দেয়নি। এখন যে ফ্ল্যাট বাড়িতে তিনি রয়েছেন, সেখানে তার জন্য রয়েছে নিরাপত্তা কর্মীও। ফলে নিকটজন ছাড়া তার সাক্ষাৎ পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট কবি সৈয়দ হাসমত জালালের বিরুদ্ধে কিছু আপত্তিকর মন্তব্য করায় তিনি ১১ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ চেয়ে একটি মানহানির মামলা চুকে দেন কোলকাতা হাইকোর্টে। হাইকোর্টের বিচারপতি জয়ন্ত বিশ্বাস গত বছরের ১৮ নবেম্বর এক নির্দেশে ‘দ্বিখন্ডিত’ উপন্যাসের প্রচার, প্রকাশ, বিক্রি ও বিপণন বন্ধের অন্তর্বর্তী আদেশ দেন। এরপর ২৮ নবেম্বর রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় ‘দ্বিখন্ডিত’ বাজেয়াপ্ত করেন। তারপর শুরু হয় কোলকাতায় তসলিমাকে নিয়ে মৌলবাদীদের আন্দোলন। কোলকাতার টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম মওলানা সৈয়দ মহম্মদ নূর রহমান বরকতি ১৬ জানুয়ারি জুমা নামাজের পর এক ফতোয়া জারি করে বলেন, ‘যিনি তসলিমার গালে চুন কালি মাখিয়ে গলায় জুতোর মালা পরিয়ে দেশ থেকে বের করে দিতে পারবেন তাকে তিনি ২০ হাজার রুপি পুরস্কার দেবেন।’ এই ফতোয়া দেয়ার পর রুখে দাঁড়ায় ধর্মনিরপেক্ষ বেশ ক’টি সংগঠন। তারা অভিযোগ তোলে এটা লেখকের লেখার স্বাধীনতা বিরোধী ফতোয়া। গণতন্ত্রের প্রতি হুমকি।

অ্যাসোসিয়েশন অব ডেমোক্রেটিক রাইটস (এপিডিআর)-এর সাধারণ সম্পাদক তাপস চক্রবর্তী বলেছেন, ‘প্রতিটি নাগরিকের রয়েছে স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার। সেক্ষেত্রে তসলিমার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি গণতন্ত্রের মাঝে এক বিপজ্জনক ঘটনা। আমরা এর নিন্দা করে ফতোয়া প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি।’ সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক সীতাংশু শেখর বলেছেন, ‘তসলিমার লেখা বা বক্তব্য কারো অপছন্দ হতে পারে। সে ব্যাপারে তারা পৃথক মতামত জানাতে পারে। কিন্তু এ নিয়ে ফতোয়া দেয়ার ঘটনা আজকের এই সভ্য



আমার
আত্মজীবনী আমি
লিখবই। জীবনী
তো আর আমি
সেন্সর করতে পারি
না। পরিণতি কী
হবে তা ভেবে কি
লেখা যায়?
আমাকে দেশ
থেকে বের করে
দেয়া হলো,
আমাকে হত্যার
ফতোয়া দেয়া
হলো। আমার
ফাঁসি চেয়ে মিছিল
বের হলো

সমাজ মেনে নিতে পারে না’। অন্যদিকে অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি ফোরামের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইদ্রিস আলী প্রকারান্তরে তসলিমাকে হিত উপদেশ দিয়ে তাকে ভারত ছেড়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘তসলিমার জন্য আমাদের রাজ্যের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হতে পারে না’!

প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক শিব নারায়ণ রায় বলেছেন, ‘রাজ্য সরকার তসলিমার বই ‘দ্বিখন্ডিত’ নিষিদ্ধ করার ফলেই এখন ওরা ফতোয়া দেয়ার সাহস পাচ্ছে।’ প্রখ্যাত লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী বলেছেন, ‘যে সাম্প্রদায়িক শক্তির মাথাচাড়া দেয়ার আশঙ্কায় রাজ্য সরকার তসলিমার বইটি নিষিদ্ধ করেছে, সেই মৌলবাদী শক্তিই এখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে নিষিদ্ধকরণের সুযোগ নিয়ে।’ এই দু’লেখক আরো বলেছেন, ‘মধ্যযুগীয় এই ফতোয়া যারা দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে এখনই আইনি ব্যবস্থা নেয়া উচিত’।

এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেছিলেন, ‘কোনো ফতোয়ায় আমরা কখনও বিশ্বাস করি না। ব্যক্তিগতভাবে আমি বহুত্ববাদে বিশ্বাসী।’ পশ্চিমবঙ্গের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ও প্রবীণ রাজনীতিবিদ জ্যোতি বসু বলেছেন, ‘তসলিমার লেখা ‘দ্বিখন্ডিত’কে নিয়ে প্রতিবাদের সঠিক রাস্তা এটা নয়।’ তিনি বলেছেন, ‘টিপু সুলতান মসজিদের ইমামের ফতোয়া জারির ঘটনা তিনি মেনে নিতে

পারছেন না। কেউ যদি তসলিমার লেখা পছন্দ না করেন তবে তারা অন্যভাবে প্রতিবাদ জানাতে পারেন। ফতোয়া জারি করতে পারেন না।’ রাজ্য সিপিআই’র (এম) সাধারণ সম্পাদক অনিল বিশ্বাস বলেছেন, ‘তসলিমার বই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ তাতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির আশঙ্কা ছিল। আমরা চাই, পশ্চিমবঙ্গে শান্তি শৃঙ্খলা অব্যাহত থাকুক। তবে ফতোয়ার বিষয়টা ‘দুর্ভাগ্যজনক’।’ রাজ্য কংগ্রেসের সহ-সভাপতি প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেছেন, ‘ফতোয়া জারি করে সামাজিক সুস্থিতি নষ্ট করা হবে। তসলিমার বইয়ে এমন কিছু হয়তো আছে, যা কারো ভাবাবেগকে আঘাত করেছে, তাই বলে ফতোয়া দেয়াটা সঙ্গত মনে করি না আমরা।’ আর রাজ্য বিজেপির সভাপতি অধ্যাপক তথাগত রায় ফতোয়ার বিরোধিতা করে তসলিমার সাহসীপূর্ণ লেখনীর প্রশংসা করে বলেছেন, ‘ধর্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তার বক্তব্যকে আমরা সমর্থন করি।’

আর এসব ঘটনার পর তসলিমা বলেছেন, ‘আমার আত্মজীবনী আমি লিখবই। জীবনী তো আর আমি সেন্সর করতে পারি না। পরিণতি কী হবে তা ভেবে কি লেখা যায়? আমাকে দেশ থেকে বের করে দেয়া হলো, আমাকে হত্যার ফতোয়া দেয়া হলো। আমার ফাঁসি চেয়ে মিছিল বের হলো। সেগুলো কেন হলো, তা জানাতে গেলে তো ধর্ম নিয়ে, মৌলবাদ নিয়ে লিখতেই হবে।’